7: বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে কী বোঝায়?

⇒ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে বিচারবিভাগের প্রাধান্য ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বীকৃতি রয়েছে। দেশের আইনবিধানিক ব্যবস্থা এবং আইনকানুনের মৌলিক কাঠামো সংরক্ষণের দায়ভার বিচারবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত আইন ও শাসনবিভাগ যখন তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে সাংবিধানিক কাঠামোকে বিপন্ন করে তোলে, তখন বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার উদ্ভব ঘটে।

▨ বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার ধারণা :-

সাধারণভাবে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বা 'Judicial Activism' বলতে বিচার বিভাগের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, বিচারপতিরা যখন পরিবর্তিত সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য সচেতনভাবে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা [Power of Judicial Review] কে প্রয়োগ করেন, তখন তাকে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলে অভিহিত করা হয়।

▨ সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের সক্রিয়তা নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই রকমের হতে পারে। আদালত যখন সংবিধান অনুযায়ী কোনো আইন বা শাসন বিভাগীয় কোনো নির্দেশের বৈধতা

বিচার করে, তখন তাকে নেতিবাচক সক্রিয়তা বলে। অবশ্য ভারতে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে এটিকে বোঝায় না। ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে সংবিধানের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করাকে বোঝায়। এই ধরনের সক্রিয়তাকে ইতিবাচক সক্রিয়তা বলে। বিচারপতি S.P ভার্মার মতে, সাধারণভাবে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকে বোঝায়। ভারতে 1980 সতকের থেকে এই ধারা শুরু হয়েছে। ভারতের বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার জনক বলা হয় P.N. ভগবতীকে।

উপসংহার :

ভারতে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগ রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনীতিবিদরা তাদের জনপ্রিয়তার ধাপে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু বিচারপতিরা সাধারণত যোগ্যতার নিরিখে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই কারণে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

Scanned with CamScanner

৭. বিচার ভারতের সুপ্রিমকোর্টের প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষায় উপর একটি টীকা লেখো।

অথবা,

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা আলোচনা করো।

⇒ বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা বা সমীক্ষার ধারণাটি মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের সমগোত্রীয় নয়। মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে এটা দেখে যে আইনটি যথাযথ সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরী হয়েছে কিনা, সেই সঙ্গে সঙ্গে আইনটি সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের বিরোধী কিনা তা দেখার অধিকারও মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের রয়েছে।

▨ ভারতের প্রেক্ষাপটে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা :

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা প্রযুক্ত নয়। ভারতের সুপ্রিমকোর্ট শুধু এটুকু দেখে যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আইন বা নির্দেশ আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে হয়েছে কিনা, বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা অনুসারে অসাংবিধানিক যেকোনো আইন ও সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষমতা ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের রয়েছে, তবে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট কোনো আইনকে সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের বিরোধী বলে বাতিল করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক জোহারীর মতামত :

অধ্যাপক জোহারীর মতে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা বা সমীক্ষার ক্ষমতাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যথা —

i/ আইনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

ii/ আইনটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অসাংবিধানিক তা দেখা।

iii/ পরিবর্তিত প্রগতিশীল আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে আইনটির ব্যাখ্যা ও বিচার করা।

iv/ সংবিধানের মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে আইনটি ~~বিচার~~ পর্যালোচনা করা।

v/ বিচার্য আইনটি সংবিধান সম্মত ও জনকল্যাণের জন্য রচিত হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখা।

উপসংহার :

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা বা সমীক্ষার ধারণাটি মার্কিন বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে গড়ে তোলা হয়েছে, এক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট অপেক্ষা ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট কিছু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করলেও বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে, বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার প্রবণতার ফলে এই ক্ষমতা আরও প্রসারিত হয়েছে।

10. ভারতের সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শদান এলাকাটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

→ ভারতের বিচার ব্যবস্থা হল এক অখণ্ড বিচারব্যবস্থা, এখানে শীর্ষে অবস্থান করছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টের নীচে রয়েছে হাইকোর্ট এবং নিম্নস্তর আদালত সমূহ। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আদালত কর্মক্ষেত্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল পরামর্শদান এলাকা। সংবিধানের 143নং ধারা অনুসারে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট যে পরামর্শ সম্পর্কিত মতামত প্রদান করে থাকে তাকে 2টি ভাগে ভাগ করা যায়।

i/ প্রথম শ্রেণিভুক্ত এলাকাটি হল - যেখানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্ট এক্ষেত্রে পরামর্শ দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে, অন্যদিকে সুপ্রিম-কোর্ট তার পরামর্শ জানালেও রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করতে পারেন অথবা নাও গ্রহণ করতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ সরকার বাস্তবে কার্যকরী করতে বাধ্য নয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকার জনস্বার্থ সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নে মেনে নিয়েছে এমন নজির রয়েছে।

ii/ সুপ্রিমকোর্টের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত পরামর্শ দানকারী এলাকাটি হল — সংবিধান চালু হওয়ার আগে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার পত্র, সনদ প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সাংবিধান

Scanned with CamScanner

চালু হওয়ার পরেও কোনবন্ধ রয়েছে সেগুলির বিষয়ে বিরোধী চেষ্টা ছিল। রাষ্ট্রপতি যে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চেয়ে পাঠাতে পারে (১৪৩ (২) ধারা) এইক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।

উপসংহার :-

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে কেবল রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কাছে আইনগত বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে পাঠাতে পারেন। ভারতের সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের তুলনায় শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক সময় রাজ্য সরকার গুলিও সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শ চেয়ে থাকে। যেমন কর্ণাটক সরকার 1985 সালে সংরক্ষণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির মধ্যে দিয়ে পরামর্শের অনুরোধ করে।

Scanned with CamScanner